কুয়াশা

মহাভারতী লিমিটেডের

নিবেদন

কাহিনী ও পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাভারতী লিমিটেডের
প্রথম নিবেদন

কুয়াশা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

তত্ত্বাবধানে : রায় সাহেব নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র

প্রধান ভূমিকায় :

ধীরাজ ও শিপ্রা

বিশিষ্ট চরিত্রে :

ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী, কমলা, নমিতা, তারা, কমলা, গুরুদাস, কানু বন্দ্যোঃ, নবদ্বীপ, নৃপেন্দ্রগোপাল, নৃপতি, জয়নারায়ণ।

আলোক-চিত্র :
দিব্যেন্দু ঘোষ

সঙ্গীত :
কালিপদ সেন

শব্দানুলেখন :
সত্য ব্যানার্জী

রসায়নাগার :
জগৎ রায়-চৌধুরী

অন্যান্য ভূমিকায় :

শিশির বটব্যাল (এঃ), বাণীবাবু, জ্যোতির্ময়, গণেশ গোস্বামী, শশাঙ্ক, মণি চক্রবর্তী, মণ্টু চৌধুরী, মিনতি সাধুখাঁ, ক্ষিতীশ, অরবিন্দ, হরিপদ, মণ্টু এবং হাসি।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ : বিমলকুমার দাস

রূপ-সজ্জা : সুধীর দত্ত। শিল্প-নির্দেশ : নির্মল বর্মণ। স্থির-চিত্র : সমর ব্যানার্জী। সম্পাদনা : অজিত দাস। ব্যবস্থাপনা : পাঁচুগোপাল দাস। যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। প্রচার-সজ্জা : ষ্টিল ফটো সার্ভিস ও ষ্টুডিও মিতা। পরিচালনায় সহায়ক : প্রবোধ ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী, নারায়ণ দাস ও শশাঙ্ক সোম।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন : শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসাগরময় ঘোষ এবং দি নিউ ক্যালকাটা ফ্যাশান হাউস (বালিগঞ্জ)।

সহকারীগণ : আলোক-চিত্রে—বীরেন কুশারী, চুনীলাল চ্যাটার্জী, প্রতাপ সিংহ। শব্দগ্রহণে—দুর্গাদাস মিত্র, জগদীশ চক্রবর্তী। রসায়নাগার-শিল্পে—নিরঞ্জন সাহা, জগবন্ধু বসু, প্রফুল্ল মুখার্জী, দুর্গাদাস বসু, ও নবকুমার গাঙ্গুলী। আলোক-নিয়ন্ত্রণে—রবীন দাস, লালমোহন মুখার্জী, বিজয় বসাক, নিতাই মল্লিক, শঙ্কর, লক্ষ্মী-নারায়ণ ও হরি সিং। রূপ-সজ্জায়—সুরেশ রায় ও আর, কবিরাজ। সাজ-সজ্জাকর—সন্তোষ নাথ। স্থির-চিত্রে—জয়ন্ত ব্যানার্জী। শিল্প-নির্দেশে—মদন গুপ্ত। ব্যবস্থাপনায়—চারুবাবু ও বিশ্বনাথ। সম্পাদনায়—নির্মলানন্দ মুখার্জী ও অজিত মুখার্জী।

আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে বাণীবদ্ধ

একমাত্র পরিবেশক : ডি ল্যুকস্ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী

"শুনুন না, ও মশাই শুনুন না!"

একটি আশ্চর্য্য সুন্দর কিশোরের অধীর চীৎকার : "শিগ্‌গির আসুন, হাসি ডুবে যাচ্ছে।"

"হাসি কে?"

"হাসি আমার ছোট বোন, জলে ডুবে গেছে।"

মুহূর্তের মধ্যে দু'জনে এসে পৌঁছল পুকুর পাড়ে। সেখানে দুটি কচি হাত উন্মুক্ত আকাশে যেন কাকে খুঁজছে। জলে ঝাঁপ দিলো সে—এই মুহূর্তে সে সব পারে—শুধু পারে না যদি তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে : "তুমি কে : কোথা থেকে আসছ? কি তোমার পরিচয়?"

সত্যিই হাসিকে যে জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচায় সেই হোল আমাদের কাহিনীর স্মৃতিভ্রষ্ট নায়ক।

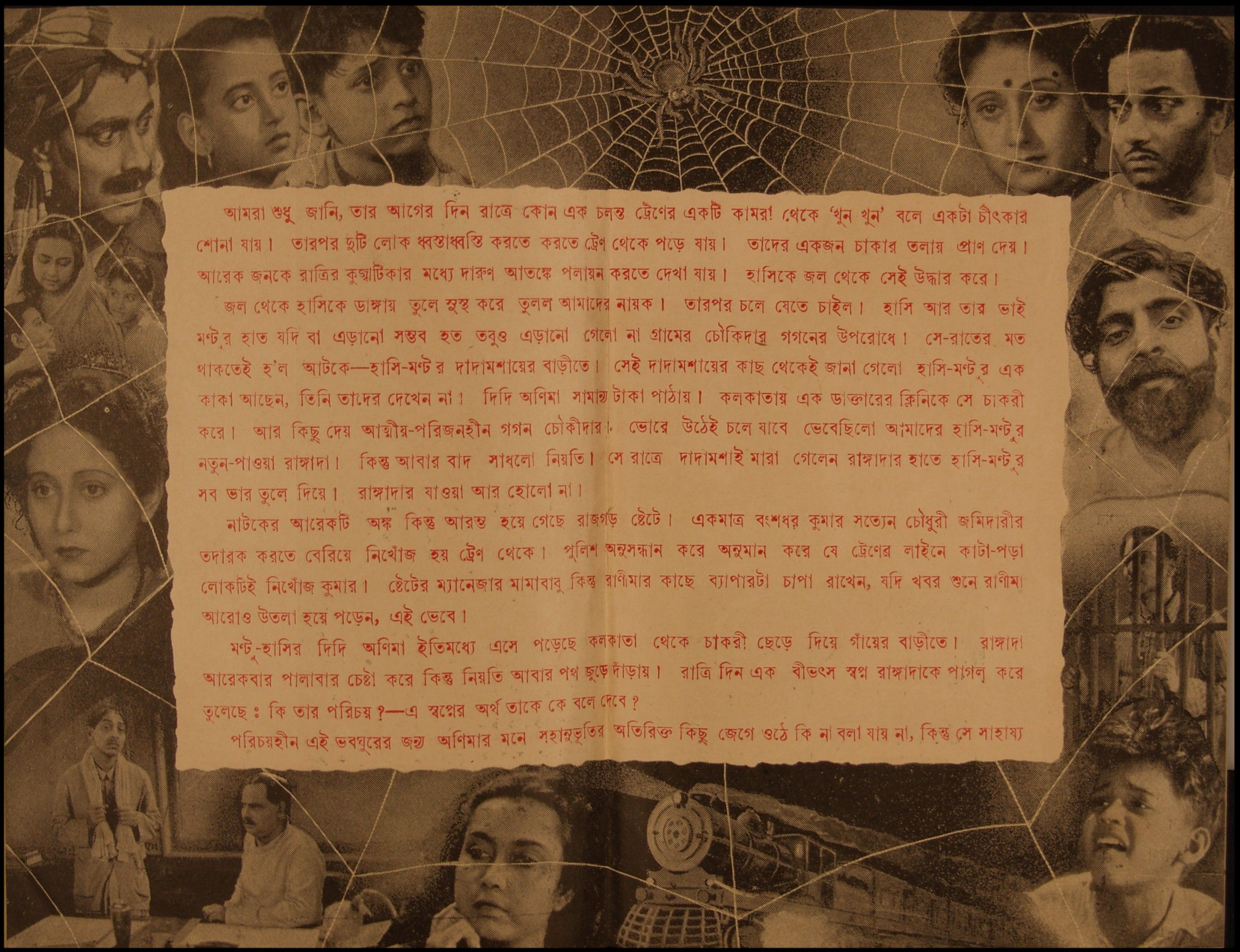

আমরা শুধু জানি, তার আগের দিন রাত্রে কোন এক চলন্ত ট্রেণের একটি কামরা থেকে 'খুন খুন' বলে একটা চীৎকার শোনা যায়। তারপর দুটি লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে ট্রেণ থেকে পড়ে যায়। তাদের একজন চাকার তলায় প্রাণ দেয়। আরেক জনকে রাত্রির কুজ্ঝটিকার মধ্যে দারুণ আতঙ্কে পলায়ন করতে দেখা যায়। হাসিকে জল থেকে সেই উদ্ধার করে।

জল থেকে হাসিকে ডাঙ্গায় তুলে সুস্থ করে তুলল আমাদের নায়ক। তারপর চলে যেতে চাইল। হাসি আর তার ভাই মণ্টুর হাত যদি বা এড়ানো সম্ভব হত তবুও এড়ানো গেলো না গ্রামের চৌকিদার গগনের উপরোধে। সে-রাতের মত থাকতেই হ'ল আটকে—হাসি-মণ্টুর দাদামশায়ের বাড়ীতে। সেই দাদামশায়ের কাছ থেকেই জানা গেলো হাসি-মণ্টুর এক কাকা আছেন, তিনি তাদের দেখেন না। দিদি অণিমা সামান্য টাকা পাঠায়। কলকাতায় এক ডাক্তারের ক্লিনিকে সে চাকরী করে। আর কিছু দেয় আত্মীয়-পরিজনহীন গগন চৌকীদার। ভোরে উঠেই চলে যাবে ভেবেছিলো আমাদের হাসি-মণ্টুর নতুন-পাওয়া রাঙ্গাদা। কিন্তু আবার বাদ সাধলো নিয়তি। সে রাত্রে দাদামশাই মারা গেলেন রাঙ্গাদার হাতে হাসি-মণ্টুর সব ভার তুলে দিয়ে। রাঙ্গাদার যাওয়া আর হোলো না।

নাটকের আরেকটি অঙ্ক কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে রাজগড় ষ্টেটে। একমাত্র বংশধর কুমার সত্যেন চৌধুরী জমিদারীর তদারক করতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ট্রেণ থেকে। পুলিশ অনুসন্ধান করে অনুমান করে যে ট্রেণের লাইনে কাটা-পড়া লোকটিই নিখোঁজ কুমার। ষ্টেটের ম্যানেজার মামাবাবু কিন্তু রাণীমার কাছে ব্যাপারটা চাপা রাখেন, যদি খবর শুনে রাণীমা আরোও উতলা হয়ে পড়েন, এই ভেবে।

মণ্টু-হাসির দিদি অণিমা ইতিমধ্যে এসে পড়েছে কলকাতা থেকে চাকরী ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে। রাঙ্গাদা আরেকবার পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু নিয়তি আবার পথ জুড়ে দাঁড়ায়। রাত্রি দিন এক বীভৎস স্বপ্ন রাঙ্গাদাকে পাগল করে তুলেছে : কি তার পরিচয়?—এ স্বপ্নের অর্থ তাকে কে বলে দেবে?

পরিচয়হীন এই ভবঘুরের জন্য অণিমার মনে সহানুভূতির অতিরিক্ত কিছু জেগে ওঠে কি না বলা যায় না, কিন্তু সে সাহায্য

চেয়ে পাঠায়—তার কোলকাতার ভূতপূর্ব্ব মনিব এক প্রবীণ ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার অণিমার ব্যস্ততা দেখেই তার মনের অবস্থা আঁচ করে। রাঙ্গাদা স্মৃতিভ্রষ্ট ভবঘুরে, কিন্তু তার পূর্বস্মৃতি আর ফিরে পেতে চায় না। বলে: দরকার নেই! যা ভুলে গেছি তা আর ফিরে পেতে চাই নে।

কিন্তু ডাক্তার তাকে ধরে আনে কলকাতায় তাঁর বন্ধু Psycho-Analyst অর্থাৎ মন-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে। ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে উন্মুক্ত হয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন আমাদের নায়কের লুপ্ত জীবনের অতীত ইতিহাস। ডাঃ চ্যাটার্জি স্তব্ধ হয়ে যান বিস্ময়ে—যখন স্বপ্নের সেই বিভীষিকাময় চিত্র এঁকে চলে তন্দ্রাচ্ছন্ন স্মৃতিভ্রষ্ট রাঙ্গাদা।

কিন্তু মুখের কথা বুঝি ফলে যায় নায়কের! রায়গড়ের কুমার সত্যেন চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে ধরা পড়ে মণ্ট-হাসির রাঙ্গাদাই শেষ পর্যন্ত।

উল্লসিত মামাবাবু রাণীমাকে জানান—ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে তবে কুমার বাহাদুরকে হত্যার প্রতিশোধ নেব।

স্মৃতিভ্রষ্ট নায়কই যে গুণ্ডা গোপীনাথ ওরফে অবিনাশ এবং সেই যে কুমার বাহাদুরের ঘুমের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নিঃসঙ্গ ট্রেণের কামরায় নৃশংসভাবে হত্যা করে—এর সমস্ত প্রমাণ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় আদালত-কক্ষে।

কিন্তু এদিকে ডাঃ চ্যাটার্জি চুপ করে বসে নেই।

ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছে যে স্বপ্নের ইতিহাস একদিন আমাদের নায়ক বলে গিয়েছিলো, তার রহস্য-সূত্র ধরতে পারেন ডাক্তার।—কি সে রহস্য? কি এ গল্পের পরিণতি?—জানা যাবে রূপালী পর্দায় নাটকের যবনিকা পড়বার পর—তার আগে নয়!

গান

—এক—

বাইরে নয়, নয়ন আমার
ডুব দিয়েছে অন্তরে;
সেথায় নেইক আঁধার, রসের পাথার
উথলে আর রং ঝরে!

ওরে, বাইরে তোদের যত আলো
মনগুলো যে তেমনি কালো
গরল তোদের হয় না সরল
মধু হবার মন্তরে।

দিয়ে বেড়াস কি পাহারা!
ওরে, গেরস্থ হোক চোরের বাড়া
সবার সেরা রতন পাবি,
সিঁদ কেটে দেখ আপন ঘরে।
বাইরে নামুক অমারাতি
অন্তরেতে পাবি সাথী;
ওরে প্রাণের মানুষ পেলে কি আর
আর কিছুতে মন ভরে!

—দুই—

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে,
তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী,
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হ'ত খুসী,
দেখতাম নয়ন ভরে।

আমি প্রেমানলে মরছি জলে,
নিভাই কেমন ক'রে (মরি হায় হায়রে)
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
দেখ্‌না তোরা নয়ন চিরে।
ওরে সেই মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস
কৃপা ক'রে আমার সুহৃদ হ'য়ে
ব্যথার ব্যথিত হ'য়ে
আমায় ব'লে দে রে।

মহাভারতী লিমিটেড

মহাভারতী লিমিটেড্-এর প্রচার-বিভাগ হইতে প্রচার-সচিব
সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত।
১২৩।১, আপার সারকুলার রোড,
দীপালী প্রেসে মুদ্রিত।

মূল্য : দুই আনা